TAPAN KUMAR PARICHHA
Digitally signed by TAPAN KUMAR PARICHHA
Date: 2024.07.10 12:42:58 +05'30'

সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ

পত্রিকা -

২০২০ - ২০২১ ঃঃ ২০২১-২০২২

(যুগ্ম সংখ্যা)

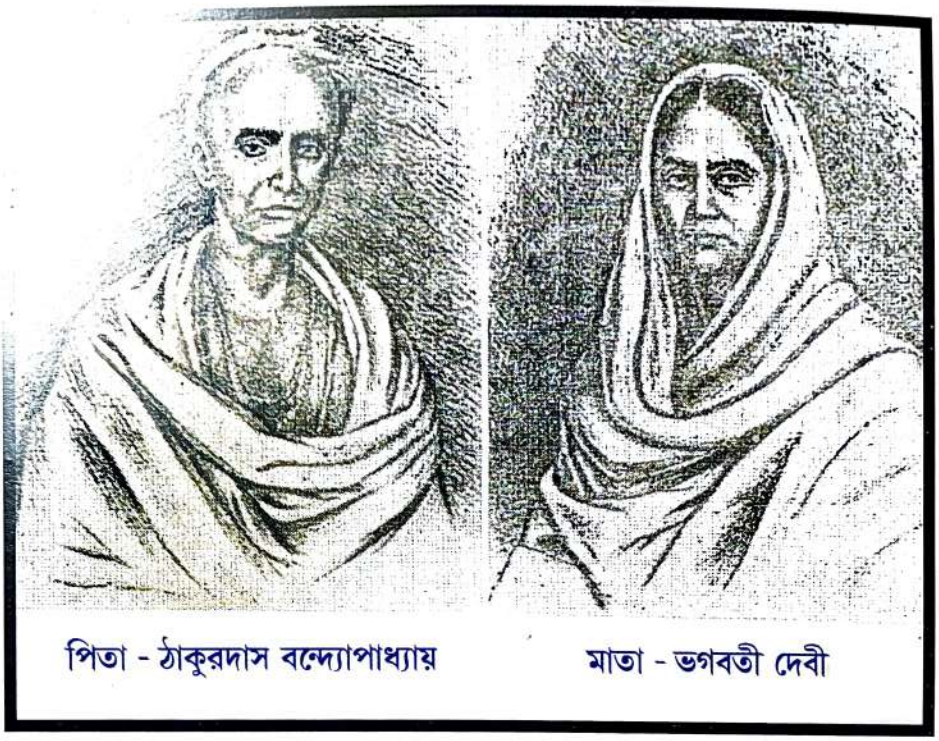

পিতা - ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মাতা - ভগবতী দেবী

দিনময়ী দেবী (পত্নী)

শিক্ষার প্রগতি সঙ্ঘবদ্ধ জীবন দেশপ্রেম

সিটি বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা

২০২০ - ২০২১
২০২১ - ২০২২
(যুগ্ম সংখ্যা)

জন্ম– ১৮২০ খৃঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর
প্রয়াণ- ১৮৯১ খৃঃ ২৯শে জুলাই

শিক্ষক সম্পাদক : গ্রন্থাগারিক সুশান্ত রাহা

প্রকাশক : সম্পাদক মণ্ডলী, পত্রিকা সমিতি
সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ

মুদ্রক : পূর্ণেন্দুবিকাশ চৌধুরী
রাধারাণী প্রেস
সিউড়ি, সোনাতোড়পাড়া
মোঃ- ৯৪৩৪১৯৫৫২২

আলোক চিত্র : শিক্ষক বাপ্পা সাঙ্গুই

প্রচ্ছদ : কলেজ স্থিত মর্মরমূর্তি

কৃতজ্ঞতা : 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা বিদ্যাসাগর সংখ্যা ১৪০১, বর্ষ ২৮
'বিদ্যাসাগর জীবন ও কর্ম'-(পুস্তিকা) তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক / লেখিকা	পৃষ্ঠা
১। অধ্যক্ষের শুভেচ্ছা বার্তা	ড. তপনকুমার পরিচ্ছা	১
২। পত্রিকা সম্পাদকের কলমে	সুশান্ত রাহা	২
৩। পত্রিকা সমিতি		৩
৪। পূর্বসূরী শিক্ষক সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের নাম		৪
৫। পূর্বসূরী ছাত্র সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের নাম		৫-৬
৬। **বিদ্যাসাগর প্রণাম**		৭
কবিতা ঃ-		
৭। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি	মিসা চট্টোপাধ্যায়	৮
৮। বিদ্যাসাগর	নূরজাহান খাতুন	৯
প্রবন্ধ ঃ-		
৯। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব	সৌম্যদীপ সেন	১০-১২
১০। সাঁওতাল সমাজ ও মানবপ্রেমী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	চন্দ্রমোহন মুর্ম্মু (কোষাধ্যক্ষ)	১৩-১৫
১১। Vidyasagar : The Morning Star is Still Burning Bright	Writtwick Mukhopadhyay (Teacher)	১৬-১৯
১২। শিবরতন মিত্র ও বিদ্যাসাগর	অধ্যাপক পার্থশঙ্খ মজুমদার	২০-২৫
১৩। আলোর পথিক বিদ্যসাগর	গ্রন্থাগারিক সুশান্ত রাহা	২৬-৩৬
বিবিধ ঃ-		
কবিতা ঃ-		
১৪। শেষের কবিতা	গোপীনাথ মুখার্জী	৩৭
১৫। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য	সৌম্যজিত দত্ত	৩৮
১৬। পটল	সরস্বতী দলুই	৩৯
১৭। সাদাকালো	অঞ্জন দাস	৪০
১৮। রঞ্জন আজও কি আছো অপেক্ষায় ?	মন্দিরা মণ্ডল	৪১

বিষয়	লেখক / লেখিকা	পৃষ্ঠা
১৯। অনুভূতি	শুভব্রত আচার্য্য	৪২
২০। Dear God	Akshay Dutta	৪৩
২১। স্কুল জীবন, এক অন্য অনুভূতি	সন্তু দত্ত	৪৪
২২। সুদর্শনা	সুস্মিতা হাঁসদা	৪৫-৪৬
প্রবন্ধ ঃ-		
২৩। নির্মাণ বিনির্মাণ ও কবিতার সহজ পাঠ	চৈতালী মণ্ডল	৪৭-৪৮
২৪। আমার প্রথম দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ	বিশাল মণ্ডল	৪৯
২৫। যোগ ও বিজ্ঞান	বাপ্পা সাঙ্গুই (শিক্ষক)	৫০-৫১
২৬। আমার কলেজ ঃ সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ	অভিষেক ঘোষাল	৫২-৫৪
২৭। অতিমারীর ইতিহাস ঃ ইতিহাসে অতিমারী ১৯১৮-২০	সায়ন্তন চ্যাটার্জী	৫৫-৫৭
২৮। Living to Tell the Tale : Plagues and Pandemics in Literature	Gargi Chowdhury	৫৮-৬০
গল্প ঃ-		
২৯। আত্মোপলব্ধি	অর্পণ গঁড়াই	৬১-৬২
৩০। সাতটি অনু গল্প	মন্দিরা মণ্ডল	৬৩
৩১। বীর সেনানি	সৌম্যদীপ সেন	৬৪

অধ্যক্ষের শুভেচ্ছা

কোভিড-১৯ অতিমারীর পর্বকে পেছনে রেখে মহাবিদ্যালয়গুলি আবার তার স্ব-ছন্দ গতিময়তার পথে ধীরে ধীরে অথচ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে আত্মপ্রকাশ করছে। বহু স্বজন হারানোর বেদনাকে বুকে ধরে রেখে "সৃষ্টিসুখের উল্লাসে" সৃষ্টিশীলতাকে আঁকড়ে ধরে জীবনের সঠিক পথে এগিয়ে চলতে ছাত্র-ছাত্রী তরুণ-তরুণীদের সাথে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সৃজনীর বহিঃপ্রকাশ ঘটতে চলেছে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এবারের কলেজ পত্রিকা 'বিদ্যাসাগর' স্মরণ সংখ্যা। অতিমারীর কারণে এই পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় আমরা দুঃখিত। একই সাথে বিলম্বে হলেও পত্রিকা প্রকাশ হতে চলেছে জেনে খুবই আনন্দিত। যাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় এই কাজটি সম্পন্ন হচ্ছে–সেই পত্রিকা সম্পাদক সহ উপসমিতির সকল সদস্যদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আমাদের এই মহাবিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীরা প্রকৃত অর্থে 'Dreamer of Dreams'। তাদের অন্তরের দীর্ঘ দিনের সুপ্ত বাসনা চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে এই পত্রিকায়। এই চিন্তনই আগামী প্রজন্মের কাছে সমাজকে অন্য স্রোতে নিয়ে যেতে দিশা দেখাবে। আমি নিশ্চিত এই পত্রিকার গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ প্রভৃতি ভিন্নধর্মী রচনার মধ্যদিয়ে আগামী দিনের সুলেখকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। প্রতিটি বিভাগ ইতিমধ্যেই দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করেছে। অনেক ছাত্র-ছাত্রীদের শিল্পী সত্তার প্রকাশ ঘটেছে। এবার বিকাশের পালা।

সমাজ সংস্কারক-বিদ্যানুরাগী-দয়ারসাগর 'বিদ্যাসাগর' নামাঙ্কিত সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ আর কয়েকদিন পর ০৯ই মার্চ, ২০২৩ এ ৮২ (বিরাশি) বছরে পদার্পণ করবে। এই দীর্ঘ সময়ে মহাবিদ্যালয় তার প্রাঙ্গনে থাকা প্রাচীন বটবৃক্ষকে সাক্ষী রেখে লালমাটির চড়াই উৎরাইয়ে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যদিয়ে সমাজ-শিক্ষা এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। বিগত বছরগুলির মতো এবছরও ক্রীড়া ক্ষেত্রে আমাদের ছাত্রেরা DPI, Govt. of W.B. আয়োজিত জেলার আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় 'ফুটবল চ্যাম্পিয়ন' হয়ে পরপর তিনবার এই সম্মান ধরে রাখার বিরল নজির সৃষ্টি করেছে। আমাদের ছাত্রী 'পমি ভকত' ২০২২ এ 'খেলো ইণ্ডিয়া' প্রতিযোগিতায় আসামে আয়োজিত 'মার্শাল আর্টস ও জুডো' এবং 'ক্যারাটে' প্রতিযোগিতায় জাতীয় স্তরে সফল হয়ে কলেজের সুনাম বৃদ্ধি করেছে। ছাত্রী 'পাপিয়া মুর্মু' প্যারা অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দলের সদস্য হয়ে নিউ ইয়র্কে সফল গোলদাতা হিসাবে আমাদের গর্বিত করেছে। সায়ন দত্ত আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়ে রাজ্যস্তরে অংশ গ্রহন করবে। আর এক ছাত্রী মন্দিরা টুডু ও রাজ্যস্তরে আমাদের জেলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে। আমরা গর্বিত এবং আনন্দিত।

জাতীয় শিক্ষানীতির সাথে সঙ্গতি রেখে বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ভাবছে কলেজ পরিচালন সমিতি। অধ্যয়ন ও ক্রীড়ার সাথে নাট্যচর্চার ইতিহাস এই কলেজে সুবিদিত। 'নাট্যচর্চা'র উপর একটি certificate course শুরু হয়েছে এই মহাবিদ্যালয়ে – বর্তমানে এই কোর্সটি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত – নতুন আঙ্গিকে এই কোর্সটি ছাত্র-ছাত্রীদের পেশা-শিক্ষায় অন্য মাত্রা দেবে আশাকরি।

পরিশেষে আবারও এই পত্রিকার সাথে যুক্ত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক আশীর্বাদ রইলো। 'পত্রিকা'র শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে শেষ করছি।

অধ্যক্ষ

ড. তপনকুমার পরিচ্ছা

সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ

সম্পাদকীয়–

পত্রিকা প্রকাশ পেতে অনেক বিলম্ব ঘটে গেল। তার পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। তবে করোনা মহামারীর জন্য দীর্ঘদিন অস্বাভাবিক, অভূতপূর্ব পরিস্থিতি ছিল। দেশ-বিদেশের অনেক মানুষ অনন্ত কুয়াশায় হারিয়ে গেলেন। বড় অসহায় ছিলাম আমরা। পৃথিবীব্যাপী শোকের জলোচ্ছাস বয়ে গেছে। তাঁদের প্রত্যেকের পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

কেউ কেউ না থেকেও থাকে
চুপি চুপি রোজ ছুঁয়ে যায়—
স্মৃতির গভীর জল নদীটির বাঁকে।

অদৃশ্য অধরা ভাইরাসের কাছে মানুষ হার না মানলেও এখনও বিপর্যস্ত। তবে অতিমারীর আবহ কাটিয়ে ছন্দ ফিরছে– ঘুরে দাঁড়ানোর চলমান প্রক্রিয়ায় রাঢ় বঙ্গের শিক্ষা জগতের ভগীরথসম প্রতিষ্ঠান – সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজও সামিল।

প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যাঁর নামে নামাঙ্কিত আমাদের এই মহাবিদ্যালয়। যিনি আমাদের জীবন জাগরণের পথপ্রদর্শক। তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষে (১৮২০–১৮৯১) আমাদের কলেজ পত্রিকার শ্রদ্ধার্ঘ্য 'বিদ্যাসাগর সংখ্যা' প্রকাশ পেল। শুধু শিক্ষাবিস্তারে নয়, বা সমাজ সংস্কারেও নয়, একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বাঙালি যা যা নিয়ে গর্ব করতে পারে তার প্রত্যেকটি উপকরণ বিদ্যাসাগরের হাতের সোনার কাঠির জাদুতে পেয়েছে বর্ণময় গৌরব। আপনি আমাদের আভূমি প্রণতি গ্রহণ করুন। জয়তু বিদ্যাসাগর।

আমাদের সাধ অনুযায়ী পত্রিকাকে উজ্জ্বল করতে পারি নি। আগামীতে হয়ত আমরা লেখা সংগ্রহের অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারব। তবে আশার কথা, প্রতিটি বিভাগই বার্ষিক দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করতে পেরেছে। বার্ষিক সাহিত্য সভাও (ছাত্র-ছাত্রীদের) খুব সুন্দরভাবে সংগঠিত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণও ভালো ছিল।

পরিশেষে, পত্রিকা প্রকাশে যুক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ, অভিনন্দন ও প্রীতি জানাই।

নিবেদনান্তে–
সুশান্ত রাহা
শিক্ষক সম্পাদক
কলেজ পত্রিকা

সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ

সিউড়ী, বীরভূম

পত্রিকা সমিতি - ২০২০-২১ – ২০২১-২২

সভাপতি	ঃ	অধ্যক্ষ ড. তপন কুমার পরিচ্ছা
যুগ্ম আহ্বায়ক	ঃ	অধ্যাপক ড. সৃষ্টিধর দাস
		গ্রন্থাগারিক সুশান্ত রাহা
শিক্ষক সম্পাদক	ঃ	গ্রন্থাগারিক সুশান্ত রাহা
সহ-সম্পাদক	ঃ	অধ্যাপক কালন মাল
পত্রিকা সমিতির সদস্যবৃন্দ	ঃ	অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী
		অধ্যাপিকা শৈলী মুখার্জ্জী
		অধ্যাপক ড. ত্রিজিৎ ভট্টাচার্য
		অধ্যাপক রমেশ দাস
		শ্রীমতী সুবর্ণা মণ্ডল

বিগত বছরের পূর্বসূরী
শিক্ষক সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের নাম

সন	সম্পাদক	সহ-সম্পাদক
১৯৯৯-২০০০	অধ্যাপক নারায়ণ প্রসাদ ভট্টাচার্য	অধ্যাপক শৈলী মুখার্জী (গোস্বামী)
২০০১-০২	ড. সব্যসাচী রায়চৌধুরী	অধ্যাপক তপন চৌধুরী
		অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মণ্ডল
		অধ্যাপক শিবাদিত্য সেন
		নারায়ণপ্রসাদ ভট্টাচার্য
		কমলকান্তি চট্টোপাধ্যায়
		শৈলী মুখার্জী (গোস্বামী)
		কৃষ্ণা রায়
২০০৪-০৫	ড. সব্যসাচী রায়চৌধুরী	অধ্যাপক শৈলী মুখার্জী (গোস্বামী)
২০০৫-০৬	ড. সব্যসাচী রায়চৌধুরী	অধ্যাপক শৈলী মুখার্জী (গোস্বামী)
২০০৬-০৭	ড. সব্যসাচী রায়চৌধুরী	অধ্যাপক শৈলী মুখার্জী (গোস্বামী)
২০০৭-০৮	অধ্যাপক শৈলী মুখার্জী (গোস্বামী)	অধ্যাপক কৃষ্ণা রায়
২০১০-১১	অধ্যাপক শৈলী মুখার্জী (গোস্বামী)	অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী
২০১২-১৩	ড. মহাদেব চন্দ্র	ড. সুশান্ত বর্ধন
২০১৩-১৪	ড. মহাদেব চন্দ্র	ড. বিকাশ পাল
২০১৪-১৫	ড. বিকাশ পাল	ড. তাপস রায়
২০১৫-১৬	ড. বিকাশ পাল	অধ্যাপক লাবণ্য পাল
২০১৬-১৭	অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী	অধ্যাপক সুশান্ত বর্ধন
কোভিড পরিস্থিতিতে পত্রিকা প্রকাশ পায়নি		
২০২০-২১ (যুগ্ম সংখ্যা)	গ্রন্থাগারিক সুশান্ত রাহা	অধ্যাপক কালন মাল
২০২১-২২ (যুগ্ম সংখ্যা)		

বিগত বছরের পূর্বসূরী ছাত্র সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের নাম ঃ-

		ছাত্র সম্পাদক	ছাত্র সহ-সম্পাদক
১৩৫৬	প্রথম বর্ষ	শ্রী কৃষ্ণনাথ মল্লিক	শ্রী প্রণবেশ মিত্র
১৩৫৭	দ্বিতীয় বর্ষ	শ্রী বিদ্যুৎ চৌধুরী	শ্রী তপন সেন
১৩৫৮	তৃতীয় বর্ষ	শ্রী রাধিকামোহন রায়	শ্রী কামালুদ্দিন আমেদ
১৩৫৯	চতুর্থ বর্ষ	শ্রী কামালুদ্দন আমেদ	শ্রী বৈদ্যনাথ মণ্ডল
১৩৬১	ষষ্ঠ বর্ষ	শ্রী নিত্য দে	শ্রী অংশুমান ভট্টাচার্য শ্রী সন্তোষ ব্যানার্জী
১৩৬২	সপ্তম বর্ষ	শ্রী মুজেশ মিত্র	শ্রী সন্তোষ ব্যানার্জী
১৩৬৩	অষ্টম বর্ষ	শ্রী দিলীপ মুখার্জী	শ্রী সাধন ভট্টাচার্য
১৩৬৪	নবম বর্ষ	শ্রী সুবোধ ঝাঁ	শ্রী তপোবিজয় ঘোষ
১৩৬৫	দশম বর্ষ	শ্রী অর্ধেন্দুশেখর দাস	শ্রী তপোবিজয় ঘোষ
১৩৬৬	একাদশ বর্ষ	শ্রী শ্যামাপ্রসাদ সরকার	শ্রী কাজী আব্দুল মান্নান
১৩৬৭	দ্বাদশ বর্ষ	শ্রী কমলেশ মিত্র	শ্রী অঞ্জন ঘোষ
১৩৬৮	ত্রয়োদশ বর্ষ	শ্রী বন্দীরাম চক্রবর্তী	শ্রী স্বপনপ্রসন্ন রায়
১৩৬৯	চতুর্দ্দশ বর্ষ	শ্রী শ্যামাদাস মল্লিক	শ্রী নজরুল ইসলাম
১৩৭০	পঞ্চদশ বর্ষ	শ্রী নজরুল ইসলাম	শ্রী নিশিনাথ সেন
১৩৭১	ষোড়শ বর্ষ	শ্রী সুশীল আচার্য	শ্রী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
১৩৭২	সপ্তদশ বর্ষ	শ্রী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	শ্রী মুক্তিপদ ঘোষ
১৩৭৩	অষ্টাদশ বর্ষ	শ্রী ঈষারঞ্জন পাল	শ্রী সুবোধকুমার পাল
১৩৭৪	ঊনবিংশ বর্ষ	শ্রী দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	শ্রী মুক্তিপদ ঘোষ
১৩৭৫	বিংশ বর্ষ	শ্রী প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়	শ্রী ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
১৩৭৬	একবিংশ বর্ষ	রজতজয়ন্তী পত্রিকা প্রধান সম্পাদক	অধ্যাপক রঞ্জন গুপ্ত
১৩৭৭	দ্বাবিংশ বর্ষ	শ্রী জোব্বার হোসেন	শ্রী মলয় দাসচৌধুরী
১৩৮০	ত্রয়োবিংশ বর্ষ ও চতুবিংশ বর্ষ	শ্রী এ. এস. এলকামকুল আহসান	অধ্যাপক গোপাল সরকার
১৩৮১-৮২	পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ বর্ষ	শ্রী তপন ওঝা	শ্রী শচীনন্দন দাস
১৩৮২-৮৩	সপ্তবিংশ ও অষ্টবিংশ বর্ষ	অধ্যাপক রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	
১৩৮৩-৮৪	ঊনবিংশ ও ত্রিংশ বর্ষ	অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ অধিকারী	
১৩৮৬-৮৭	একত্রিংশ ও দ্বাত্রিংশ বর্ষ	শ্রী সন্দীপ বিষ্ণু	শ্রী শেষাদ্রি মুখোপাধ্যায়
১৩৮৮-৮৯	ত্রয়স্ত্রিংশ ও চতুস্ত্রিংশ বর্ষ	শ্রী সন্দীপ বিষ্ণু	শ্রী শুভাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

		ছাত্র সম্পাদক	ছাত্র সহ-সম্পাদক
১৩৯০-৯১	পঞ্চত্রিংশ ও ষষ্ঠত্রিংশ বর্ষ	শ্রী মানব কুমার রায়	শ্রী সমরেন্দ্র ঘোষ
১৩৯২-৯৩	সপ্তত্রিংশ ও অষ্টাত্রিংশ বর্ষ	শ্রীপুরুষোত্তম চৌধুরী	শ্রী সঞ্জয় ভট্টাচার্য
১৩৯৩-৯৪	ঊনচত্বারিংশ বর্ষ	শ্রী উৎপল মুখার্জী	শ্রী সুবর্ণা চৌধুরী
১৩৯৫-৯৬	একচত্বারিংশ বর্ষ	শ্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো	
১৩৯৬-৯৭	দ্বাচত্বারিংশ বর্ষ	শ্রী মহম্মদ করিম হোসেন	
১৩৯৭-৯৮	ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ	শ্রী চন্দন মুখার্জী	শ্রী মধুসূদন মণ্ডল
১৩৯৮-৯৯	চর্তুচত্বারিংশ বর্ষ	শ্রী সঞ্জয় অধিকারী	আহমেদ ইকবার
১৪০০-১৪০১	ষষ্ঠাচত্বারিংশ বর্ষ	শ্রী কবিরুল ইসলাম	শ্রী অরিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
১৪০১-১৪০২	সপ্তচত্বারিংশ বর্ষ	শ্রী অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	
১৪০২-১৪০৩	অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ	শ্রী উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়	শ্রী সুরঞ্জন ঘোষ
১৪০৩-১৪০৪	ঊনপঞ্চাশৎ বর্ষ	শ্রী রাজকুমার ঘোষ	শ্রী সৌমেন ঘোষ
১৪০৪-১৪০৫	পঞ্চাশৎ বর্ষ	শ্রী দেবমাল্য	সৈয়দ মুফাজ্জেল হোসেন
১৪০৫-১৪০৬	একপঞ্চাশৎ বর্ষ	শ্রী মানস রায়	শ্রী অরূপ ঘোষ
১৪০৬-১৪০৭	দ্বি-পঞ্চাশৎ বর্ষ	শ্রী দেবাশিস্ মুখার্জী	শ্রী তীর্থঙ্কর ভট্টাচার্য
১৪০৮-১৪০৯	চতুর্পঞ্চাশৎ বর্ষ	শ্রী সুরজিৎ দাস	শ্রী অজয় কুমার দাস
		হীরকজয়ন্তী পত্রিকা প্রধান সম্পাদক	ড. সব্যসাচী রায়চৌধুরী
১৪১০-১৪১১	পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ	শ্রী চন্দ্ররূপ মুখার্জী	শ্রী অমিত পাণ্ডে
১৪১১-১৪১২	ষষ্ঠপঞ্চাশৎ বর্ষ	শ্রী বিপ্লব সেন	শ্রী অর্ঘ্য দাস
১৪১২-১৪১৩	সপ্তপঞ্চাশৎ বর্ষ	শ্রী অভিজিৎ দে	
১৪১৩-১৪১৪	অষ্টাপঞ্চাশৎ বর্ষ	শ্রী শোভন মুখার্জী	শ্রী শতদল চ্যাটার্জী
১৪১৪-১৪১৫	ঊনষষ্ঠিতম বর্ষ	শ্রী শোভন মুখার্জী	শ্রী অভিকর্ষ ব্যানার্জী
১৪১৫-১৪১৬	ষষ্ঠিতম বর্ষ	শ্রী সন্দীপ সরকার	ঝুমা পাণ্ডা
১৪১৬-১৪১৭	একষষ্ঠিতম বর্ষ	শ্রী ব্রজ ঘোষ	শ্রী আকাশ দে মণ্ডল
১৪১৭-১৪১৮	দ্বি-ষ্ষষ্ঠিতম বর্ষ	শ্রী দীপজয় মুখার্জী	শ্রী অরিজিত গড়াই
১৪১৮-১৪১৯	ত্রি-ষষ্ঠিতম বর্ষ	শ্রী শুভ্জিৎ সরকার	শ্রী রাজকুমার ধীবর
১৪১৯-১৪২০	চতুঃষ্ঠিতম বর্ষ	শ্রী আমজাদ আলি	শ্রী সমর দাস
১৪২০-১৪২১	পঞ্চষষ্ঠিতম বর্ষ	শ্রী রাহুল দাস	শ্রী বাসুদেব দাস
১৪২১-১৪২২	ষট্ষষ্ঠিতম বর্ষ	শ্রী তীর্থসারথী সূত্রধর	শ্রী অক্ষয় মাল
১৪২২-১৪২৩	সপ্তষষ্ঠিতম বর্ষ	শ্রী সংগ্রাম ব্যানার্জী	অধ্যাপক ড. বিকাশ পাল (শিক্ষক সম্পাদক)
১৪২৪-১৪২৫	অষ্টষ্ঠিতম বর্ষ	অঙ্কিতা ঠাকুর	নাদিম সালাম

বর্তমানে ছাত্র সংসদ নেই

বিদ্যাসাগর প্রণাম

ফুরাল বঙ্গের লীলা-মাহাত্ম্য সকলি,-
হরিল বিদ্যাসাগরে কাল মহাবলী।
হারালে মা বঙ্গভূমি, পুত্র রত্নে আজ,
বিদীর্ণ বিমর্ষ দুঃখে বঙ্গের সমাজ।
কি মহাপরাণ লয়ে জন্মেছিল বীর,
কিবা বিদ্যা, বুদ্ধিপ্রভা, করুণা গভীর;
বিদ্যার সাগর খ্যাতি – আরো মনোহর;
বিশাল উদার চিত্ত দয়ার সাগর –
তেমন সন্তান মাগো, কে আর তোমার...

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে দীনের বন্ধু ! উজ্জ্বল জগতে
হিমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে সে মহাপর্বতে,
যেজন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ !

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

"শ্রদ্ধার্ঘ্য"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি

মিসা চট্টোপাধ্যায়
ছাত্রী (প্রাতঃ কলা বিভাগ)

জাগরণ দিতে এসেছিলে তুমি
জাগতিক কলেবরে
কালের নিয়মে নিয়ম মেনেছো
অক্লেশে গেছো ঝরে॥
ঝরেনি তোমার চরণ-চিহ্ন
স্পষ্ট রয়েছে আজো
মননের মাঝে নবচেতনার
উন্মেষ নিয়ে রাজো॥
তোমাদের মতো মহামানবেরা
আসে বলে বারবার
চেতনারা আসে নবকলেবরে
বুঝে নেয় অধিকার॥
তবু কিছু ঘোচে মনের ভিতরে
জমে থাকা যত কালো
ক্লেদভরা এই জীবনে তবুও
বেঁচে থাকা লাগে ভালো॥
মাতৃভাষা তো ছিলই তোমার
হৃদয় কণ্ঠ জুড়ে
শিক্ষাপ্রসার বপন করেছো
জনপদ ঘুরে ঘুরে॥
ব্যর্থ হয়নি সারা জীবনের
জ্ঞান-ক্ষুধাভরা তৃষা
বৃথা যায়নিতো জীবন চিনতে
পরিদর্শক পেশা॥
তুমি বুঝেছিলে শিক্ষাবর্ম
আত্মরক্ষা করে
কায়েমি স্বার্থ শিক্ষার নামে
সত্য-সমাধি গড়ে।
অনাচার আনে যুগে যুগে বয়ে
কদর্যদের দল
মননে প্রাচীন, মুখে আধুনিক
স্বার্থই সম্বল॥
চড়াই পেরিয়ে লড়াই করেছো
জয় নির্মোষ হেঁকে
বিধবা-বিবাহ চালু করিয়েছো
অনুশানকে ঢেকে॥
মাতৃ-ভক্তি দয়াপ্রেম জ্ঞান
তোমার জীবন জুড়ে
হাজার নিদর্শনের সঙ্গে
বারবার আসে ঘুরে॥
বীরসিংহের প্রতি মাঠ জানে
প্রতি পথ ধূলিকণা
আঁধারের সাথে, আপোষ করেনি
তাদের চাঁদের কণা॥
আলো নয় শুধু, আলো জ্বেলে গেছো
নব-নব চেতনার
দেশের মানুষ নিজেকে চিনেছে
সারা দেশ আপনার॥
কলকাতাতেই শেষ করে দিলে
জীবনের পথ চলা
যে আলো জ্বেলেছো, শেষ হবে না তো
তার নিরবধি জ্বলা॥
তোমার মানস-পটের পিছনে
জ্বলে বিস্ময় আলো
দুমুঠো কথায় শ্রদ্ধা জানাই
রেখো আমাদের ভালো॥

বিদ্যাসাগর

নূরজাহান খাতুন
ছাত্রী (বাংলা বিভাগ)

বিদ্যাসাগর তুমি সেই অগ্রদূত,
আলোকৃত করেছে যে নারীর মুখ।

বিদ্যাসাগর তুমি সেই — যুদ্ধে জয়ী একা,
যেন মেঘের সন্ধ্যাই ফোঁটা একটি তারা।

বিদ্যাসাগর তুমি সেই পূর্ণিমা,
অন্ধকার ভেদ করে আসে যে চন্দ্রিমা।

বিদ্যাসাগর তুমি সেই মহান ছবি,
ছুটির দিন করেছে যে রবি।

বিদ্যাসাগর তুমি সেই স্বর্গ-শালা,
আমাদের দিয়েছে যে আশির্বাদী বর্ণমালা

বিদ্যাসাগর তুমি সেই মহাদানী,
প্রতিরূপ তোমার যে বীণাপাণি।

বিদ্যাসাগর তুমি সেই মহাজ্ঞানী
লিখেছে নিজেই নিজের যে জীবনী॥

সাতটি অনুগল্প

মন্দিরা মণ্ডল
ছাত্রী (বাংলা বিভাগ)

১। চৌকাঠ

ঢুকতে গিয়ে চৌকাঠেই হেঁচোট খেলো দিব্য। 'বন্ধু' সৌমির বিয়ে ; ও ওই চৌকাঠটা পেরোতে পারেনি !

২। ফটোগ্রাফ

মালিকের ছেলে কর্মচারীদের ফটোগ্রাফ নিলো ..... স্কুল প্রোজেক্টের জন্য, নাম – শিশুশ্রম।

৩। শেষচিঠি

কাগজটা খুঁজে পেয়েই তৃষিত তৎক্ষণাৎ জ্বালিয়ে দিলো – আত্মঘাতী স্ত্রীর শেষচিঠি।

৪। লজ্জিত আসামী

জর্জ – তুমি খুনী ?

– হুমম্

..... আসামীর সাথে হঠাৎ চোখাচোখিতে তার স্বামী মাথা নামালো.....

৫। মূল্য

রিয়ার যত্নের গাছটা মরে গেছে, ফেলে দিলো রন।

যেমন রিয়াকেও .....

৬। ঘুম

বিবাহবার্ষিকীতে স্ত্রীর রান্না করা খাবার খেয়েই ভীষণ ঘুম পেল বিবেকের, হঠাৎ টেবিলে রাখা চিরকুটের দিকে নজর পড়লো, লেখা — **Rest in Peace.**

৭। অ্যাশট্রে

আমি অ্যাশট্রে, এই বাড়ির সব থেকে সুসজ্জিত বেডরুমের ডান দিকের টেবিলে, মাঝখানে আমি থাকি। জ্বলন্ত সিগারেটের গরম ছাই, অর্ধেক খাওয়া সিগারেটের ছেঁকা, কখনো বা দেশলাইয়ের গরম বারুদ ..... সব অনায়াসে ছুঁড়ে দেয় ওরা, ওদের ধারণা আমার বুঝি কষ্ট হয় না। এই বাড়ির বন্ধ্যা বউটিরও এক দশা।

বীর সেনানি

সৌম্যদীপ সেন
ছাত্র (সাংবাদিকতা বিভাগ)

স্যার ব্ল্যাকবোর্ডে একটি জাতীয় পতাকার ছবি এঁকে তাঁর ছাত্রদের প্রতি জিজ্ঞাসা করলেন, "বলতো জাতী পতাকায় কয়টি রং ?" ছাত্ররা একযোগে বলে উঠল, "স্যার, তিনটি।" কেবলমাত্র একটি ছেলে বলল, "স্যা পাঁচটি রং"। স্যার রেগে গিয়ে চিৎকার করে, ধমক দিয়ে তাকে বেঞ্চের ওপর দাঁড়াতে বললেন। সা পতাকার পাঁচটি রং বলার কারণ জানতে চাইলেন স্যার। ভয়ে কাঁপাস্বরে ছেলেটি উত্তর দিল, "গেরুয়া, সাদ সবুজ আর অশোকচক্রের নীল রং।" স্যার ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন তাতেও তো চারটে হয়, তুমি পাঁচটা বলে কীভাবে ? ছেলেটি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল "স্যার আমি যখন আমার বাবাকে শেষ বারের মতো দেখে তখন তিনি জাতীয় পতাকায় মোড়া ছিলেন। সেই পতাকায় দেখেছিলাম লাল রঙের রক্তের দাগ, পতাকা পাঁচ নম্বর রং।" স্যার স্তব্ধ হয়ে পড়লেন, আর আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

I am not a slave to social customs. I shall do whatever I feel necessary and just for the welfare of myself or of society. I shall not falter because of fear of other people or my relatives.

--Vidyasagar

কলেজ উদ্যানে স্থিত মনীষীদের মর্মরমূর্তি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,
বঙ্গভারতীর ভালে পরালো প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধনগাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্যগঙ্গাস্নানে তাহা শুচি !
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি;
ভারতীর পূজাতরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদসিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি' প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে ॥

২৪ ভাদ্র
১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর